অধ্যায় ১২: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রশ্ন ▶ ১ ক-শিল্প: ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এখানে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে।

খ-শিল্প: ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৩২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে প্রথম কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে ৭৬টি কারখানা আছে। *[কু. বো. '১৫; খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]*

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি সিমেন্ট কারখানা আছে? ১
খ. বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' শিল্পটির পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে— এর যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে বাংলাদেশে ১২টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে।

খ বাংলাদেশে ছোট-বড় অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। এদেশের নদীগুলো মালামাল পরিবহনের সহজ মাধ্যম। আমাদের নদ-নদীতে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ রয়েছে। এদেশের নদ-নদীগুলো মানুষের জীবনযাত্রার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এজন্য বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' শিল্পটি হলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্প।
বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয় গত শতকের আশির দশকে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অতি অল্পসময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' শিল্প ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে এবং এ শিল্পে ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। সুতরাং 'ক' শিল্পটি হলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্প।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' শিল্পটি তথা পাট শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে— বক্তব্যটি যথার্থ।
২০০৯-১০ অর্থবছরে পাট শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৩২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে প্রথম এ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে দেশে ৭৬টি কারখানা রয়েছে।
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাটশিল্পের অবদান অপরিসীম। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এদেশে একসময় প্রধান অর্থকারী ফসল ছিল পাট। পাট বিক্রি করে কৃষক তার পরিবারের টাকার চাহিদা পূরণ করত। একসময় পাটকলগুলো শুধু পাটের বস্তা উৎপাদন করত। বর্তমানে পাট দিয়ে নানা পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে এবং আরও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০০৯-১০ অর্থবছরে পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে ৩২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে। এছাড়া পাট শিল্পে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। এতে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এভাবে পাটশিল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে অবদান রাখছে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' শিল্প অর্থাৎ পাট শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২ রানি এবং তার স্বামী কারখানায় কাজ করে। যেখানে অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। কারখানার উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। *[সি. বো. '১৫; নওগাঁ জিলা স্কুল]*

ক. বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি? ১
খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রানি কোন ধরনের কারখানায় কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "অতি অল্পসময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে"— বক্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি না? যুক্তি দাও। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হলো মাটি।

খ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জিন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রকে জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) বলে। জীববৈচিত্র্য মূলত জীবিত প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং তাদের বাস করার জটিল পরিবেশ তন্ত্রের আভাস দেয়। বিজ্ঞানীদের নানা হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটির মতো বিভিন্ন প্রজাতির জীব বাস করে। এসব জীবের বৈচিত্র্যতার মূলে কাজ করে জিন বা বংশগতির বাহক। এছাড়া প্রজাতি বৈচিত্র্য ও পরিবেশীয় বৈচিত্র্যের কারণেও জীববৈচিত্র্য ঘটে।

গ উদ্দীপকে রানি একটি পোশাক শিল্প কারখানায় কাজ করে।
বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় গত শতকের আশির দশকে, যা সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি পোশাক শিল্প ইউনিট আছে এবং এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে, যার অধিকাংশ নারী। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। অতি অল্প সময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত রানি যে শিল্প কারখানায় কাজ করে তা স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে এবং এর অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। তাই বলা যায়, রানি যে কারখানায় কাজ করে তা একটি পোশাক শিল্প কারখানা।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, অতি অল্পসময়ে দেশের বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয়েছে পোশাক শিল্প।
গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দ্রুততম সময়ে এ শিল্প দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট আছে যাতে কাজ করছে ৪০ লক্ষের মতো শ্রমিক।

https://teachingbd24.com

বর্তমান সময়ে পোশাক কারখানাগুলোতে কাজ করে শ্রমিক, কর্মজীবী পরিবারের দারিদ্র্য ঘোচানো সম্ভব হচ্ছে। সেই সাথে এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যকই হলো নারী যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এ শিল্পে যুক্ত হয়েছে। এদের মাঝে অনেকেই কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা ও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩

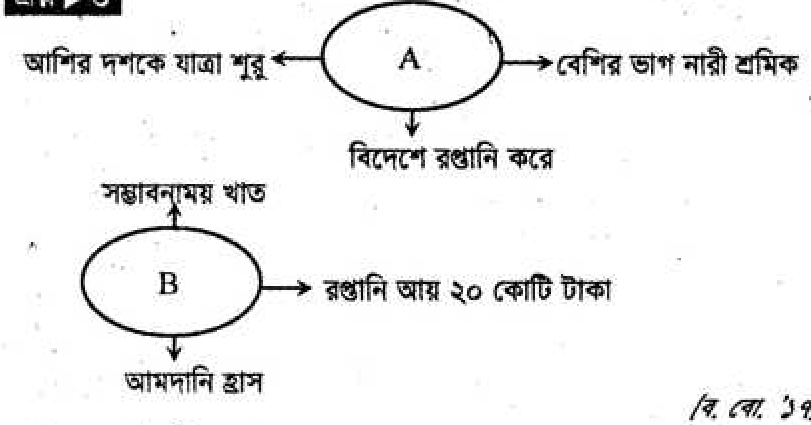

[ব. বো. '১৭]

ক. অর্থনৈতিক কাজ কাকে বলে? ১
খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'A' শিল্পটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'A' ও 'B' শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব কাজ করে সেসব কাজকেই অর্থনৈতিক কাজ বলে।

খ ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'A' বা পোশাক শিল্প এবং 'B' বা ওষুধ শিল্পের অবদান অপরিসীম।

উদ্দীপকে 'A' শিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে শিল্পটি আশির দশকে যাত্রা শুরু করে, বেশিরভাগ নারী শ্রমিক এবং উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে, যা এদেশের পোশাক শিল্পকে নির্দেশ করছে। আর 'B' শিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে শিল্পটি সম্ভাবনাময় খাত, আমদানি হ্রাস পেয়েছে এবং রপ্তানি আয় ২০ কোটি টাকা, যা এদেশের ঔষধ শিল্পকে নির্দেশ করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পোশাক ও ঔষধ শিল্প উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। যার ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটছে। এদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক হলো নারী যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে পেরেছে এবং স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে বর্তমানে ঔষধ একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একসময় আমাদের প্রচুর অর্থ দিয়ে ঔষধ আমদানি করতে হতো। এখন আমাদের ঔষধ শিল্প দেশের ঔষধ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করছে এবং একইসঙ্গে বিদেশে ঔষধ রপ্তানি করছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'A' ও 'B' শিল্প অর্থাৎ পোশাক ও ঔষধ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ কৃষক রহমত আলী তার পাঁচ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত ধান বিক্রয় করেন। অন্যদিকে রতন মিয়া তার পোশাক কারখানায় তৈরি পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি ও করেন। *[চা. বো. '১৬; রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. শিক্ষা কোন ধরনের অধিকার? ১
খ. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রহমত আলীর ধান চাষ জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রতন মিয়ার আয় এদেশের অর্থনীতিতে কীভাবে অবদান রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার।

খ মানবসম্পদ বলতে সে সকল মানুষকে বোঝায় যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ দেশের যে কোনো খাতে অবদান রাখে।

যে সকল মানুষ মানবসম্পদ হিসেবে গণ্য হয় তারা শারীরিক শ্রম বা মেধা দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ তৈরি করে কিংবা সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে। একটি দেশের সাধারণ জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত আলীর ধান চাষ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবাসমূহের মোট মূল্যমানকে ঐ দেশের জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয় হিসাব করার ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহকে বিভিন্ন খাতে ভাগ করে হিসাব করা হয়। জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো– কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, নির্মাণ শিল্প, পাইকারী ও খুচরা বিপণন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬৯.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন। একই সময়ে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান ছিল ১৫.৬৫ শতাংশ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত আলী ধান চাষ করেন। তার উৎপাদিত ধান হলো খাদ্যশস্য। এ কারণে বলা যায়, রহমত আলীর ধানচাষ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রতন মিয়া তৈরি পোশাক কারখানার মালিক। তিনি তার উৎপাদিত পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি ও করেন। অর্থাৎ রতন মিয়া ও তার আয় পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত।

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পের মধ্যে পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। পোশাক শিল্প বর্তমানে দেশের অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও নারীর কর্মসংস্থানের বৃহৎ খাত। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক

Teachingbd24.com

শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। *(পোশাক শিল্প সংগঠন বিজিএমইএ-এর তথ্য অনুযায়ী)* পোশাক শিল্প বেকার জনগোষ্ঠী, অশিক্ষিত ও অদক্ষ নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

পোশাক শিল্প দেশের রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের রপ্তানি আয়ের মোট ৭৬ শতাংশ আসে পোশাক রপ্তানি খাত থেকে। পোশাক শিল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। এতে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নত হচ্ছে।

অন্যদিকে, পোশাক শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশের অন্যান্য সহায়ক শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে স্পিনিং, নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও প্রিন্টিং প্রভৃতি । পাশাপাশি পোশাক শিল্পের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে পরোক্ষভাবে ব্যাংক, বিমা, আইটি, পরিবহন প্রভৃতি খাতে গতিশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া দেশি কাপড়ের বাজার সৃষ্টি, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন, দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখার মাধ্যমে পোশাক শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

[Note: ২০১৫-১৬ *অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী পোশাক শিল্প থেকে মোট রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।]*

প্রশ্ন ▶ ৫

শিল্প	সংখ্যা	কাঁচামাল
অ	১২টি	কৃষিজ পণ্য হতে সংগৃহীত
আ	১৭টি	প্রাকৃতিক সম্পদ হতে সংগৃহীত

[কু. বো. '১৬]

ক. বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল কোনটি? ১

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'আ' শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্ণিত শিল্পগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল হলো কর্ণফুলী কাগজ কল, যা ১৯৫৩ সালে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় স্থাপিত হয়।

খ ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'আ' শিল্পটি হলো চিনি শিল্প।

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিল্প। দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলোর মাঝে চিনি শিল্প অন্যতম। ১৯৩৩ সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে ১৭টি চিনিকল আছে। বাংলাদেশে প্রচুর আখের চাষ হয় যা চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবুও এখন পর্যন্ত চিনির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রতি বছর প্রচুর চিনি আমদানি করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো ৬৯.৩১ হাজার মেট্রিক টন।

উদ্দীপকের ছকে 'আ' শিল্প বলতে চিনি শিল্পকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। চিনি শিল্পের মূল কাঁচামাল প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ আখ থেকে সংগৃহীত হয়। তবে দেশের প্রেক্ষিতে চিনি শিল্পের অবস্থা আশানুরূপ নয়।

ঘ ছকচিত্রে 'অ' বলতে সিমেন্ট শিল্প এবং 'আ' দিয়ে চিনি শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সিমেন্ট ও চিনি শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৪০ সালে ছাতক সিমেন্ট কারখানা দিয়ে বাংলাদেশে সিমেন্ট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে বড় ও মাঝারি আকারের ১২টি সিমেন্ট কারখানা আছে। এগুলোতে কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ১৯৩৩ সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম চিনিকল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭টি চিনিকল আছে। এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো আখ।

প্রতিবছর চিনি ও সিমেন্ট শিল্পে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তা দেশীয় চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ শিল্পগুলোর ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কেবল কৃষিনির্ভরতা জনগণের স্বচ্ছলতা আনতে পারবে না। তাই এ ধরনের শিল্প কারখানাগুলো সাধারণ মানুষের জীবিকার সংস্থান করছে। শিল্প ও প্রযুক্তির সংস্পর্শে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। পাশাপাশি সামাজিকভাবে নতুন আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এছাড়াও নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে মানুষ বিভিন্ন রকমের পণ্যসামগ্রী তৈরি করছে। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে শিল্পের অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৬ সাথী এমন একটি শিল্প কারখানায় কাজ করে যেটির যাত্রা শুরু হয় আশির দশকে। স্বল্প সময়ে এ শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে। *[সি. বো. '১৬]*

ক. বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ কত বর্গ কিলোমিটার? ১

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সাথী কোন শিল্পে কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার।

খ ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি হলো– স্বল্প সময়ে এ শিল্পটি অর্থাৎ পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে। বাক্যটি সঠিক ও যথার্থ বলে আমি মনে করি।

গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দ্রুততম সময়ে এ শিল্পে দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট আছে যাতে কাজ করছে ৪০ লক্ষের মতো শ্রমিক।

বর্তমান সময়ে পোশাক কারখানাগুলোতে কাজ করে শ্রমিক, কর্মজীবী পরিবারের দারিদ্র্য ঘোচানো সম্ভব হচ্ছে। সেই সাথে এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যকই হলো নারী যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এ শিল্পে যুক্ত হয়েছে। এদের মাঝে অনেকেই কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মার্কিন ডলার আয় করেছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে পোশাক শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র: বাংলাদেশের অর্থনীতির খাত

/চ. বো. '১৬/

ক. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা কয়টি খাতে বিকশিত হচ্ছে? ১

খ. 'শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ কোন শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আমাদের দেশে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে চিত্র-২ এর খাতটির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি এবং বেসরকারি দুটি খাতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা বিকশিত হচ্ছে।

খ 'শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার'— উক্তিটি দ্বারা প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

একটি শিশু জন্মের পর পরিবার ও সমাজে বেড়ে ওঠে। পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব হলো তার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এটি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। কারণ শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ন্যায় তাই শিক্ষার অধিকারও প্রত্যেক মানুষের জন্মগত।

গ চিত্র-১ এ পোশাক শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অতুলনীয়। শিল্প খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে পোশাক শিল্প দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ শিল্পটির অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। চিত্র-১ এর মাধ্যমে পোশাক শিল্পের এ ধরনের ভূমিকাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চিত্র-১ এ একটি গার্মেন্টস বা পোশাক কারখানায় বেশ কিছু নারী ও পুরুষ শ্রমিককে কর্মরত দেখা যাচ্ছে। এসব শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্প সময়ে পোশাক শিল্প দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। গত শতকের আশির দশকে এ দেশে এ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এ দেশের পোশাক কারখানায় উৎপাদিত পোশাকের বিরাট বাজার রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে। ফলে পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত তৈরি পোশাক থেকে বাংলাদেশ ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। পোশাক শিল্পে এ দেশের প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে, যার একটি দৃশ্যপটই চিত্র-১ এ অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ চিত্র-২ এ কৃষি খাতকে নির্দেশ করা হয়েছে, এ খাতে আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

চিত্র-২ এ একজন কৃষককে মাঠে ধান কাটতে দেখা যাচ্ছে। এ দৃশ্যটি একদিকে কৃষির ওপর এ দেশের মানুষের নির্ভরতা, অন্যদিকে কৃষির অনুন্নত অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে এ খাতের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ কৃষক এখনও আধুনিক প্রযুক্তির আওতায় আসতে পারেনি। ফলে এ খাতে একদিকে শ্রমের অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে। তাই কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সাধারণত ধান, গমসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আধুনিক ধান মাড়াইযন্ত্র, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর, ট্রাক্টর তথা চাষাবাদ যন্ত্র, ট্রান্সপ্লান্টিং মেশিন, কম্বাইন্ড হারভেস্টিং মেশিন প্রভৃতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। দেশের ২৫% কৃষক ফসল মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করলেও বীজ বপণের ক্ষেত্রে তথা জমি কর্ষণের জন্য এক শতাংশেরও কম কৃষক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফলে সময় এবং শ্রমের অপচয় হচ্ছে। আবার ফসল তোলার ক্ষেত্রে এখনও বাংলার কৃষকেরা নিজেদের কায়িক শ্রম ব্যবহার করছে। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কম্বাইন্ড হারভেস্টিং মেশিন ব্যবহার করে অতি দ্রুত এবং কম খরচে মাঠ থেকে ফসল গোলায় তোলা সম্ভব।

আমাদের কৃষকেরা ইতোমধ্যে ফসল মাড়াই, জমি চাষ, বীজ বপণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একধাপ এগিয়ে নিচ্ছে। তবে বাংলার সকল কৃষক যাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় আসতে পারে সেজন্য সরকারি-বেসরকারি মহল থেকে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৮ সৈকত তার বাবার সাথে গাজীপুরে একটি শিল্প কারখানা দেখতে এসেছে। সেখানে সে দেখল অনেক লোক সুতা বুনছে। একই সঙ্গে এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের কথা জানতে পারে। /ব. বো. '১৬/

ক. ২০০৯-১০ অর্থবছরে পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে কত আয় করা হয়? ১

খ. মৎস্য উৎপাদনের সাথে জীবিকা অর্জনের সম্পর্ক বর্ণনা করো। ২

গ. সৈকতের দেখা শিল্পটির পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সৈকতের অভিজ্ঞতায় আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে শিল্পায়নের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৯-১০ অর্থবছরে পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে বাংলাদেশ ৩২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে।

খ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিলে প্রচুর মিঠা পানির মাছ রয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে সামুদ্রিক মাছ। এসব মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণের সাথে এদেশের বহু লোক জড়িত।

গ সৈকতের দেখা শিল্পটি বস্ত্র শিল্প।

দেশজ উৎপাদনে বস্ত্র শিল্পের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশি এবং বিদেশি উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের এ শিল্পের প্রতি সুনজর দেওয়ায় আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে মাত্র ৮টি বস্ত্রকল ছিল। বর্তমানে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র ও সুতাকল রয়েছে। বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম মূলধন ও অধিক শ্রমিক ব্যবহার করে এ শিল্পের উৎপাদন সম্ভব। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য আরো বেশি ছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৭২.০৮ মিলিয়ন কেজি সুতা এবং ৫৬.৫৪ মিলিয়ন মিটার কাপড় উৎপাদন হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সৈকত তার বাবার সাথে গাজীপুরে একটি শিল্প কারখানা দেখতে যায়। সেখানে সে একজনকে সুতা বুনতে দেখে এবং এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের কথা জানতে পারে। তাই বলা যায় যে, সৈকতের দেখা শিল্পটি বস্ত্রশিল্প।

Teachingbd24.com

ঘ সৈকত জানতে পারে যে, তার দেখা শিল্পের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে শিল্পায়নের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পণ্য-সামগ্রী তৈরি করছে। সেইসব পণ্য নিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহ করছে। এখন সকল রাষ্ট্রই দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানোর জন্য উদার নীতিমালা প্রণয়ন করছে, দেশি বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তাদের নিজ দেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে, যার সূত্র ধরে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, সৈকত গাজীপুরে একটি বস্ত্রশিল্প কারখানা পরিদর্শনে গেলে একজনকে সুতা বুনতে দেখে। সে জানতে পারে যে, এই সুতা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় যাতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটাতে সহায়ক হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে শিল্পায়নের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৯ সাজেদার বিয়ে হয় এক কারখানা শ্রমিকের সাথে। বিয়ের পর পারিবারিক সচ্ছলতার জন্য সে নিজেও স্বামীর সাথে কাজে যোগ দেয়। আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত কারখানাটির উৎপাদিত পণ্য আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। *[চ. বো. '১৫]*

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উক্ত শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি হলো পোশাক শিল্প।

গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়, যা সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি পোশাক শিল্প ইউনিট আছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। অল্প সময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পোশাক শিল্পের অবদান অপরিসীম।

গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। অল্প সময়ে এ শিল্প দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট আছে যাতে কাজ করছে ৪০ লক্ষের মতো শ্রমিক। এক্ষেত্রে এই কারখানাগুলোতে কাজ করে শ্রমিক কর্মজীবী পরিবারের দারিদ্র্য ঘুচানো সম্ভব হচ্ছে। সেই সাথে এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যকই হলো নারী যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এ শিল্পে যুক্ত হয়েছে। অনেকেই কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এর ফলে নতুন শিল্প খাতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে সরকারের পক্ষে।

তাই বলা যায়, বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে পোশাক শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶১০ মধুপুর স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি কারখানা পরিদর্শন করে। কারখানাটিতে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণগুলো ব্যবহার করেই উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। *[রা. বো. '১৫; মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মধুপুর স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেখা কারখানাটি বাংলাদেশের কোন শিল্পকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ মধুপুর স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেখা কারখানাটি বাংলাদেশের কাগজ শিল্পকে ইঙ্গিত করে।

১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজের কল স্থাপিত হওয়ার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের কাগজ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। স্থানীয় বাঁশ ও বেত ব্যবহার করে কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বেশ কয়েকটি কাগজের কল রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে কর্ণফুলী, পাকশী, খুলনা হার্ডবোর্ড ও নিউজপ্রিন্ট মিল ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে বসুন্ধরা ও মাগুরা পেপার মিল উল্লেখযোগ্য কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠান। মধুপুর স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি কারখানা পরিদর্শন করে। কারখানাটিতে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করেই উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয় যা বাংলাদেশের কাগজ শিল্পকেই নির্দেশ করে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাগজ শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি। এক্ষেত্রে একমাত্র কৃষি সব মানুষকে সচ্ছলতা দিতে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্প কারখানার মতো কাগজ শিল্পেও জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে তাদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। অনেকে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো বেতনে চাকরি করছে। এতে একদিকে যেমন তারা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সামাজিকভাবেও তারা নতুন আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এতে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত অনেকেই কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করছে। নিজেদের সন্তানদের তারা লেখাপড়ার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এভাবে কাগজ শিল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶১১ মা ও মেয়ে সুমির কথোপকথন:

সুমি ঃ মা কোন পাখি ডাকছে?

মা ঃ ঘুঘু, এই পাখিটার নাম ঘুঘু।

সুমি ঃ আমি এই প্রথম এই পাখির ডাক শুনলাম।

মা ঃ এই পাখি এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না। শুধু পাখি না, অনেক পশুও আজ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সুমি ঃ অথচ আমাদের সচেতনতা ও সক্রিয়তাই পারে তাদের টিকিয়ে রাখতে। *[য. বো. '১৫]*

https://teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশের কতভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা? ১
খ. অর্থনৈতিক কাজ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মায়ের ২য় উক্তিটির পিছনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুমির শেষোক্ত উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দশ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা।

খ বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানা রকম কাজ করে। মানুষের এসব কাজই অর্থনৈতিক কাজ। এই অর্থনৈতিক কাজের ওপর ভিত্তি করেই সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা বয়ে করে। যেমন- শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে।

গ মায়ের ২য় উক্তিটিতে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই সংক্ষেপে জীববৈচিত্র্য বলা যায়। মানুষ, প্রাণী ও কীট-পতঙ্গসহ জীবজগৎ প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই বেঁচে থাকে কিন্তু জলবায়ু ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে অনেক প্রাণীরই বিলুপ্তি ঘটেছে।
মা ও মেয়ের কথোপকথনের মধ্যে মা তার ২য় উক্তিতে বলেন, ঘুঘু পাখি এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না এবং পাখির পাশাপাশি অনেক পশুও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যা জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হওয়াকেই নির্দেশ করে।

ঘ আমাদের সচেতনতা ও সক্রিয়তাই জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখতে পারে- সুমির শেষোক্ত এ উক্তিটি সঠিক।
জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আমাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। এজন্য আমাদের করণীয় হলো-
জনসংখ্যা কমিয়ে আনা; কৃষিজমি নষ্ট না করা; কৃষি উৎপাদনে জীববৈচিত্র্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করা; প্রয়োজন ব্যতীত সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করা; স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ না করা; জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা; নিয়ম মেনে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা; খনিজ পদার্থ ব্যবহারে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলা; বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা; পশু ও মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি করা; জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা।
উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১২ জামান কয়েকটি শিল্পকারখানা পরিদর্শন করার জন্য নারায়ণগঞ্জ গিয়েছে। একটি কারখানায় সে কার্পেট, ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রী দেখে। অন্য আরেকটি কারখানায় সে অনেকগুলো নারীকে কাজ করতে দেখে। সে জানতে পারে এই কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। *[সি. বো. '১৫]*
ক. ২০১১-১২ অর্থবছরে কী পরিমাণ সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়? ১
খ. মৎস্য সম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের সম্পর্ক বর্ণনা করো। ২
গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পগুলোর ভূমিকা আলোচনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত শিল্পগুলোই যথেষ্ট? যুক্তি দেখাও। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩১৯৭.১১ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়।

খ সৃজনশীল ৮ নম্বর প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্প ও পোশাক শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
কয়েকটি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করার জন্য নারায়ণগঞ্জ গিয়ে জামান একটি কারখানায় কার্পেট, ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রী দেখে, যা পাট শিল্পকে নির্দেশ করে। কারণ নারায়ণগঞ্জেই আদমজি পাটকল অবস্থিত এবং পাট থেকে কার্পেট, ব্যাগ ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী তৈরি হয়। এছাড়া অন্য একটি কারখানায় সে অনেক নারীকে কাজ করতে দেখে। এ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যা আমাদের পোশাক শিল্পকে নির্দেশ করে। কারণ আমাদের দেশে তৈরিকৃত পোশাকের বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ দুটি শিল্পই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে ৩২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে। আর তৈরি পোশাক থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাট শিল্প ও পোশাক শিল্পই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি না।
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাট শিল্প ও পোশাক শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে এ দুটি শিল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য শিল্পের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন- ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বস্ত্রশিল্প থেকে ১৭২.০৮ মিলিয়ন কেজি সুতা এবং ৫৬.৫৪ মিলিয়ন মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়। চিনি শিল্প থেকে একই অর্থবছরে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৯.৩১ হাজার মেট্রিক টন। কাগজ শিল্প থেকে কাগজ উৎপাদিত হয় ৫৩.১৬ হাজার মেট্রিক টন। সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩১৯৭.১১ হাজার মেট্রিক টন। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদন ছিল ১০.১৪ মিলিয়ন বর্গমিটার। চা উৎপাদিত হয়েছে ৬১.০১ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০ কোটি টাকার ওষধ রপ্তানি করা হয়েছে। এসব শিল্পের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা জড়িয়ে আছে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাট ও পোশাক শিল্পের পাশাপাশি উল্লিখিত শিল্পগুলোর ভূমিকাও ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ১৩ রাশেদ চৌধুরী বিশ বছর পর উত্তর কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশে কয়েকটি জায়গা ভ্রমণ করে তিনি দেখতে পান যে বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ রয়েছে। যেমন: কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, চীনামাটি, সিলিকা ইত্যাদি। তার বিশ ত্রিশ একর জমি আছে। এখন তিনি তার গ্রামের কৃষি কাজের উন্নয়নের জন্য সেগুলো চাষাবাদ করতে চান। *[ব. বো. '১৫]*
ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১
খ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কী কী উদাহরণসহ লিখ। ২
গ. রাশেদ চৌধুরী বাংলাদেশের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ দেখেছেন। তার দেখা বনজ ও মৎস্য সম্পদের ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. রাশেদ চৌধুরী কেন বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য তার জমি ব্যবহার করতে চান? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক সম্পদ হলো প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তু।

https://teachingbd24.com

খ প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুই হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক বস্তুগুলোকে মানুষ নিজেদের চাহিদামতো রূপান্তরিত করে কাজে লাগায়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো হলো নিম্নরূপ:
১. মাটি, ২. নদ-নদী, ৩. খনিজ সম্পদ, ৪. বনজ সম্পদ ৫. মৎস্য সম্পদ, ৬. প্রাণিসম্পদ, ৭. সমুদ্র সম্পদ।

গ রাশেদ চৌধুরীর দেখা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মাঝে বনজ ও মৎস্য সম্পদ অন্যতম।
বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গ কি.মি.। যা মোট ভূ-ভাগের শতকরা ১৬ ভাগ। বনে আছে মূল্যবান গাছপালা যা ঘরবাড়ি ও আসবাব তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে বাংলাদেশে অনেক নদ-নদী, খাল-বিল ও দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে। এসব খাল-বিল, নদী-নদীতে আছে প্রচুর মিঠা পানির মাছ। এছাড়া সামুদ্রিক মাছও আমাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করছে। মাছ ধরে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করছে।

ঘ রাশেদ চৌধুরী বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য তার জমি ব্যবহার করতে চান কেননা মাটি এদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ।
প্রকৃতির মধ্যে নানা মূল্যবান সম্পদ আছে। এ সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষ নিজেদের চাহিদা মতো রূপান্তরিত করে কাজে লাগায়। সে হিসেবে মাটি বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। বেশির ভাগ এলাকায় বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা হলেও প্রচুর প্রাণিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে এই উর্বর মাটি যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে। সেই সাথে কৃষি কাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদন বাড়বে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে গ্রামে। ফলে কাজের জন্য গ্রামের লোক শহরের দিকে ছুটবে না। এই চিন্তাধারা লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের রাশেদ চৌধুরীর মাঝে। তার বিশ ত্রিশ একর উর্বর জমি তিনি কৃষির উন্নতির জন্য কাজে লাগাতে চান। মাটির মতো মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে একদিকে যেমন কৃষির উন্নতি সম্ভব অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সালেহা বাংলাদেশের এমন একটি শিল্প কারখানায় কাজ করছে যেখানে অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। এ শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। *[দি. বো. '১৫]*

ক. বাংলাদেশের মোট ভূ-ভাগের কত ভাগ বনভূমি? ১
খ. বর্তমানে ঔষধ শিল্পকে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্প বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি সম্পর্কে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত শিল্পটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে নারী সমাজের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।' - উক্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মোট ভূ-ভাগের ১৬ ভাগ হচ্ছে বনভূমি।

খ এক সময় আমাদেরকে প্রচুর অর্থ খরচ করে ঔষধ আমদানি করতে হতো। এখন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি তৈরি হয়েছে যারা দেশের ব্যাপক ঔষধ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করছে। একই সঙ্গে ঔষধ রপ্তানিও করছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ২০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে ঔষধ শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি হলো পোশাক শিল্প।
গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়, যা সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি পোশাক শিল্প ইউনিট আছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। অল্প সময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে।
উদ্দীপকের সালেহা যে শিল্পটিতে কাজ করে সেখানেই অধিকাংশই নারী শ্রমিক। এই শিল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কাজেই বলা যায়, সালেহা পোশাক শিল্পে কাজ করে।

ঘ পোশাক শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নারী সমাজের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।
বাংলাদেশে আশির দশক থেকে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তারপর সময়ের আবর্তে এ শিল্প বাংলাদেশের প্রধান শিল্পে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় তিন হাজার শিল্প ইউনিটে ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। এতে আবার বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিক কাজ করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক গভীর। তাই পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা নিজেদের পরিবারের সচ্ছলতা আনয়ন করছে। এতে করে তাদের দারিদ্র্য ঘুচে যাচ্ছে। নারীরা সমাজে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ছিল। বর্তমানে নিজেদের উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। ফলে সমাজে তাদের অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে। সমাজে নারীদের ভূমিকার ইতিবাচক পরিবর্তনে পোশাক শিল্পের অবদান অনেক।
পোশাক শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ সমাজে তাদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পোশাক শিল্পের যেমন অবদান রয়েছে তেমনি পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধিতে নারীদের অবদানও অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বাংলাদেশের শিল্পায়ন

শিল্প-A

কম পুঁজি | বেশি শ্রমিক উৎপাদন | ৫৬.৫৪ মিলিয়ন মিটার

শিল্প-B

রপ্তানিমুখী | ৩০ লাখ শ্রমিক | বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা

[ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]

ক. বাংলাদেশের প্রথম কাগজকলের নাম কী? ১
খ. মৎস্য সম্পদের সাথে জীবিকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিল্প- A এর ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. 'সবার জন্য উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে শুধু কৃষি কাজ যথেষ্ট নয়'- উপরের উদ্দীপকটি এই বক্তব্য খণ্ডন করতে পারে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কলের নাম কর্ণফুলী কাগজকল।

খ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।
বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিলে প্রচুর মিঠা পানির মাছ রয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে সামুদ্রিক মাছ। এসব মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণের সাথে এদেশের বহু লোক জড়িত। এভাবে মৎস্য সম্পদ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

Teachingbd24.com

গ শিল্প 'A' দিয়ে বস্ত্র শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে এদেশে মাত্র ৮টি বস্ত্রকল ছিল। বর্তমানে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র ও সুতাকল রয়েছে। বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে অনেক কম মূলধন ও অধিক শ্রমিক ব্যবহার করে এ শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কারণ, বাংলাদেশে শ্রমিক ঘাটতি নেই। বর্তমানের পোশাক শিল্প অনেক উন্নত ও আধুনিক হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্র শিল্পের অনেক প্রাধান্য ছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৭২.০৮ মিলিয়ন কোটি সুতা এবং ৫৬.৫৪ মিলিয়ন লিটার কাপড় উৎপাদন হয়। যা বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রাখে। বস্ত্রশিল্পের সাথে বহু শ্রমিক সম্পৃক্ত রয়েছে। খুব অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে এ শিল্পের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে একটি বিশেষ সম্ভাবনাময়ী শিল্পে পরিনত করা সম্ভব।

উদ্দীপকে 'A'-তে কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যা বস্ত্রশিল্পকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে পূর্বে বস্ত্র শিল্পের পরিমাণ খুব বেশি না থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় বস্ত্র শিল্প বিস্তৃত হচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পকে আরো উন্নত করা সম্ভব। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ঘ বাংলাদেশে সবার উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে শুধু কৃষি কাজের উপর নির্ভরতা নয় বরং অন্যান্য খাতকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম পুঁজি ও অধিক শ্রমিক ব্যবহার করে বস্ত্র শিল্পকে একটি সম্ভাবনাময়ী খাতে পরিণত করা সম্ভব। দেখা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৭২.০৮ মিলিয়ন কেজি সুতা এবং ৫৬.৫৪ মিটার কাপড় উৎপাদন হয় বস্ত্র খাত থেকে। যা বাংলাদেশের বস্ত্র চাহিদা পূরণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে। অপরদিকে, অন্য একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হচ্ছে 'পোশাক শিল্প'। পোশাক শিল্পে বর্তমানে ৪০ লাখের মত শ্রমিক কর্মরত। দেশে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। অতি অল্প সময়ে এ শিল্পটি বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

চিত্রে দেখা যায়, শিল্প 'A'-তে কম পুঁজি এবং বেশি শ্রমিক ব্যবহার করে বস্ত্র শিল্প ৫৬.৫৪ মিলিয়ন মিটার কাপড় উৎপাদন করেছে ও শিল্প 'B'-তে পোশাক শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ দুটি শিল্পখাতের অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও শুধু কৃষি নির্ভরতা নয়, পোশাক শিল্প এবং বস্ত্র শিল্পের অবদান বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করবে এবং এদেশের মানুষের উন্নত জীবন নিশ্চিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষের উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে শুধু কৃষিকাজ নয়, বস্ত্র শিল্প ও পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পগুলো বিশেষ অবদান রাখে। অতএব, কৃষি নির্ভরতা কমিয়ে শিল্পখাতকে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১৬ হাবিব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ছুটিতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সে চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে গেল। তারা সবাই সেগুন, গর্জন, জারুল গাছে পরিপূর্ণ বনভূমি দেখে মুগ্ধ হলো। ফেরার পথে হাবিব সঙ্গীদের ঐ অঞ্চলের প্রধান নদীর তীরে নিয়ে গেল এবং বলল, নদীটি থেকে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। তারা বঙ্গোপসাগরও দেখতে গেল। *[ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]*

ক. জীববৈচিত্র্য কী? ১

খ. ঔষধ শিল্পের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সম্পদগুলো সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩

ঘ. উল্লেখিত সম্পদগুলো কীভাবে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির মধ্যে সব রকম জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই সংক্ষেপে জীব বৈচিত্র্য বলে।

খ ঔষধ শিল্প বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় শিল্প।

শিল্পখাতের মধ্যে ঔষধ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এক সময় আমাদেরকে প্রচুর অর্থ খরচ করে বিদেশ থেকে ঔষধ আমদানি করতে হতো। এখন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি তৈরি হয়েছে। যারা দেশের ঔষধ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২০ কোটি টাকার ঔষুধ রপ্তানি হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত সম্পদগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, নদ-নদী, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, সমুদ্র সম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উল্লেখ আছে সেগুলো হলো— বনজ সম্পদ, নদী-নালা ও সমুদ্র সম্পদ।

বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। নদী প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নদী পরিবহন ও যোগাযোগের সহজ মাধ্যম। নদীর পানি প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। নদী থেকে প্রচুর মৎস আহরণ করা হয়। বনজ সম্পদও বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশে মোট বনভূমি ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার। বনে রয়েছে মূল্যবান গাছপালা। এগুলো আমাদের ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গোপসাগর আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভান্ডার। সাগরের পানি থেকে আমরা লবণ পাই। তাছাড়া সাগর থেকে প্রচুর মৎস্য সম্পদ আহরণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ব্যবহার আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আমাদের দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। নদ-নদীর পানি দ্বারা জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে শুকনো মৌসুমেও কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার নদীতে মাছ ধরার মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

আবার বাড়িঘর তৈরি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য আমরা বনজ সম্পদ ব্যবহার করি। বনজ সম্পদ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ধারা স্বাভাবিক রাখছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরের বিশাল সম্পদ ভান্ডার বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সাগরের তীরে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর। আমদানি ও রপ্তানির কাজে এ সকল সুমদ্র বন্দর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। সাগরের পানি থেকে তৈরি হচ্ছে লবণ। তাছাড়া সাগর হতে প্রাপ্ত প্রচুর মৎস্য সম্পদ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। আবার সমুদ্র কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

https://teachingbd24.com

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে আমরা যেমন অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছি তেমনি এটি দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ পান্না একটি শিল্পকারখানা পরিদর্শন করেছে। সে ঐ শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করতে দেখে। সে জানতে পারে ঐ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য শিল্পের কৃষিজ উৎপাদনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *[পাবনা ক্যাডেট কলেজ]*

ক. বাংলাদেশের কোন এলাকায় বর্তমানে চায়ের চাষ হচ্ছে? ১
খ. পোশাক শিল্প বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পান্নার পরিদর্শনকৃত শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে বর্তমানে চায়ের চাষ হচ্ছে।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সদৃশ্ধ করার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আশির দশকে এদেশে যাত্রা শুরু করা পোশাকশিল্প খুব কম সময়ে দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিনত হয়েছে। অধিক পোশাক কারখানার কারণে বেকার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ শিল্পটির অবদান অনেক। পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বেকার সমস্যা নিরসন, নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

গ উদ্দীপকে পান্নার দেখা শিল্পটি হলো সার শিল্প।

বাংলাদেশে সার শিল্পের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস। উদ্দীপকেও প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক শিল্পের কথা বলা হয়েছে। আবার সার শিল্প কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ বিষয়টিও পান্নার দেখা শিল্পটির সাথে মিলে যায়।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ বলেই খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসায়নিক সার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে এখন ৬টি ইউরিয়া ও একটি টিএসপি সার কারখানা চালু আছে। বাংলাদেশে ব্যাপক পরিমাণে সারের চাহিদা রয়েছে। চাহিদার তুলনায় দেশে যে কয়টি কারখানা আছে সেগুলোর উৎপাদন যথেষ্ট নয়। এ কারণে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর সার আমদানি করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশে ১০৪৭.২১ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সার শিল্পটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এ খাতের উন্নয়ন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসায়নিক সার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় যা সামাজিক অবস্থাকেও পরিবর্তন করে। বাংলাদেশে ৬টি ইউরিয়া ও একটি টিএসপি সার কারখানা চালু আছে। ফলে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং বেকার সমস্যা অনেকটা কমেছে। আবার, দেশের খাদ্য সমস্যাও অনেকটা নিরসন করা সম্ভব অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের ১০৪৭.২১ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদিত হয়েছে। ফলে ফসল উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে প্রচুর পরিমাণ কৃষি পণ্য আমদানি করা লাগতো। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আগের মতো খাদ্য আমদানি করতে হয় না। বরং অনেক কৃষি পণ্য আছে যা আমরা রপ্তানি করি। এটা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতিকে নির্দেশ করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সার শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে আর ত্বরান্বিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প রয়েছে। 'Z' হলো একটি শিল্প যা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প। 'Y' শিল্পটির বেশিরভাগ শ্রমিক নারী এবং এর উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। *[সিলেট ক্যাডেট কলেজ]*

ক. সম্পদ কী? ১
খ. বাংলাদেশের মাটিকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'Z' দ্বারা কোন শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'Z' এর চেয়ে 'Y' বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যার অভাব পূরণের উপযোগিতা রয়েছে তাই সম্পদ।

খ মাটি বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ।

এদেশের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। বেশির ভাগ এলাকায় বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ে প্রচুর প্রাণিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে। এসব কারণেই বাংলাদেশের মাটিকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'Z' দ্বারা চিনি শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো চিনি শিল্প। ১৯৩৩ সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে ১৭টি চিনিকল আছে। বাংলাদেশে প্রচুর আখের চাষ হয়। আখ থেকে চিনি ও গুড় তৈরি হয়। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী চিনি দেশে উৎপাদিত হয় না। ফলে প্রতিবছর প্রচুর চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে আমাদের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৯.৩১ হাজার মেট্রিক টন।

উদ্দীপকে 'Z' শিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প। আর বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হলো চিনি শিল্প। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে Z দ্বারা চিনি শিল্পকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Z' দ্বারা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প চিনি শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর 'Y' দ্বারা বাংলাদেশের নারী শ্রমিক নির্ভর ও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে। চিনি শিল্পের চেয়ে তুলনামূলকভাবে পোশাক শিল্প বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশে প্রচুর আখ চাষ হলেও চিনিশিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ১৯৩৩ সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম চিনিকল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চিনি শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে ১৭টি চিনি কল থাকলেও চাহিদা অনুযায়ী চিনি উৎপাদিত না হওয়ায় বিদেশ থেকে প্রচুর চিনি আমদানি করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে আমাদের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৯.৩১ হাজার মেট্রিক টন যা চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

অপরদিকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্পখাত। গত আশির দশকে যাত্রা শুরু হলেও কম সময়ের মধ্যেই এ শিল্পের উল্লেখযোগ্য

https://teachingbd24.com

অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ে এটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, দেশের জনগণের বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম এবং জাতীয় আয়ে অবদান রাখার ক্ষেত্রে চিনি শিল্পের চেয়ে, পোশাক শিল্পের অবদান অনেক বেশি। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিনি শিল্পের চেয়ে পোশাক শিল্প বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৯ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। এদেশে মৃত্তিকা, নদ-নদী ও সমুদ্র, বনানী, খনিজ ও মৎস অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে বন উজাড় ও নদী, জলাশয় ভরাট হচ্ছে এবং সেই সাথে জীববৈচিত্র্য নষ্ট/ধ্বংস হচ্ছে। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করেই একটা আর্থ-সামাজিক সকল অগ্রগতি সাধিত হয়।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ কত? ১

খ. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সম্পদ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে? উক্ত সম্পদ ধ্বংসের কারণসমূহ লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার।

খ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে খনিজ সম্পদ অন্যতম। বাংলাদেশের মাটির নিচে নানা রকম মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা বালি উল্লেখযোগ্য। এগুলো আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যধিক। প্রতিবছর আরও বিপুল জনগণ মোট জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হচ্ছে। ফলে তাদের জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে গাছপালা কেটে, বনজঙ্গল উজাড় করে ঘরবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। অনেকেই কৃষি জমি ও জলাশয় ভরাট করে বাড়ি নির্মাণ করছে। এতে কৃষি জমি ও জলাশয় কমে যাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। আবার খাল-বিল, নদী-নালায় শিল্পকারখানার বর্জ্য ফেলার কারণে মাছের বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার আমাদের দেশে প্রতিবছরই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দুর্যোগ হয়। এসব দুর্যোগের ফলেও প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। যেমন ২০০৭ সালের 'সিডর' ও ২০০৯ সালের 'আইলা'য় উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে সুন্দরবনের বনজ সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, এদেশে মৃত্তিকা, নদ-নদী ও সমুদ্র, বনজ, খনিজ, মৎস অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে বন উজাড় নদী ও জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। যার পিছনে উপরে বর্ণিত কারণ বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের সর্বশেষ লাইনটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে নির্দেশ করছে। কেননা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার জরুরি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদের রূপান্তর করে মানুষ তা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। মানুষের ব্যবহৃত কয়লা, লোহা, পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি খনিজ পদার্থ প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। এসব আহরণ ও ব্যবহারের জন্য মানুষ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যা তার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি করেছে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মাটি খুবই উর্বর। এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। আবার বর্তমানে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য এসব প্রাণীজ সম্পদের ব্যবহার বাড়ছে। এগুলো সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ করছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। নদী-খাল-বিল-হাওড়ের পানি দিয়ে আমরা কৃষি জমিতে সেচ দিতে পারি। দেশের গ্যাস, কয়লা ও চুনাপাথর আমাদের জীবনযাত্রায় কাজে লাগছে। বাড়িঘর তৈরি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য আমরা বনজ সম্পদ ব্যবহার করি।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যা আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে।

প্রশ্ন ▶ ২০

শিল্প	প্রতিষ্ঠাকাল	অর্থনৈতিক গুরুত্ব
ক	১৯৫১ সালে	কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন এবং
খ	৮০'র দশকে	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১

খ. জীববৈচিত্র্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তার অবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত শিল্পসমূহ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুই হলো প্রাকৃতিক সম্পদ।

খ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জিন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রকে জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) বলে।

জীববৈচিত্র্য মূলত জীবিত প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং তাদের বাস করার জটিল পরিবেশ তন্ত্রের আভাস দেয়। বিজ্ঞানীদের নানা হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটির মতো বিভিন্ন প্রজাতির জীব বাস করে। এসব জীবের বৈচিত্র্যতার মূলে কাজ করে জিন বা বংশগতির বাহক। এছাড়াও প্রজাতি বৈচিত্র্য ও পরিবেশীয় বৈচিত্র্যের কারণেও জীববৈচিত্র্য ঘটে।

গ উদ্দীপকে পাট শিল্প ও পোশাক শিল্পের কথা বলা হয়েছে।

১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে ৭৬টি পাটকল আছে। এক সময় পাটকলগুলো শুধু পাটের বস্তা উৎপাদন করলেও এখন পাট দিয়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে ৩২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে। আর গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাক

শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশে তিন হাজারের বেশি পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

উদ্দীপকের 'ক'-তে একটি শিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫১ সাল এবং এটি কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। উদ্দীপকের 'ক' শিল্পটি হলো পাট শিল্প। আর 'খ'তে বলা হয়েছে একটি শিল্প ৮০'র দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি হলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। আর উপরে পাট ও পোশাক শিল্পের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত শিল্পসমূহ অর্থাৎ পাট ও পোশাক শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প হলো পাট ও পোশাক শিল্প। ১৯৫১ সালে এদেশে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৭৬টি পাটকল আছে। এসব পাটকলে বর্তমানে পাট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

পাটকলে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। এতে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। আবার এতে পাট শিল্পের প্রসার ঘটবে বলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এতে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটবে। আবার এদেশে গত শতকের আশির দশকে পোশাক শিল্পে যাত্রা শুরু হলেও খুব অল্প সময়ে এটি রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। এ শিল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। এতে তাদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনমানের উন্নতি ঘটছে। আবার, পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ শিল্পের আরও প্রয়াস ঘটানো হলে পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। যা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে একটি শিল্প ১৯৫১ সালে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় যা পাটশিল্প। আরেকটি শিল্প গতশতকে আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় যা পোশাক শিল্প নির্দেশ করে। এ দুটি শিল্পো কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ শিল্প:

A— আশির দশকে যাত্রা শুরু → বেশিরভাগ শ্রমিক নারী → উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি।

B— সম্ভাবনাময় শিল্প → আমদানি হ্রাস → সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ।

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. বাংলাদেশের বনভূমির আয়তন কত কিলোমিটার? ১

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে A শিল্পটি ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে A ও B শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বনভূমির আয়তন ২৪,৯৩৮ বর্গ কিলোমিটার।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২২ মধুপুর স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ১৯৫৩ সালে স্থাপিত একটি কারখানা পরিদর্শন করতে যায়। কারখানাটিতে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণগুলো ব্যবহার করেই উৎপাদন কাজ শুরু হয়। *[ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. ২০১১-১২ অর্থবছরে কী পরিমাণ সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়। ১

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মধুপুর স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেখা কারখানাটি বাংলাদেশের কোন শিল্পকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে ৩১৯৭.১১ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়েছে।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ১০ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জামান কয়েকটি শিল্পকারখানা পরিদর্শন করার জন্য নারায়ণগঞ্জ গিয়েছে। একটি কারখানায় সে কার্পেট, ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রী দেখে। অন্য আরেকটি কারখানায় সে অনেকগুলো নারীকে কাজ করতে দেখে। সে জানতে পারে এই কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ কত বর্গকিলোমিটার? ১

খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পগুলোর ভূমিকা আলোচনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত শিল্পগুলোই যথেষ্ট? যুক্তি দেখাও। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার।

খ যে সকল মানুষ তাদের মেধা বা শ্রম দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম, তাদেরকে মানব সম্পদ বলা হয়।

মানুষ তখনই সমাজ বা রাষ্ট্রের শক্তিতে পরিণত হয় যখন সে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে। যেমন— কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে, আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন কোনো সম্পদ উদ্ভাবনে কাজ করে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যেকোনো খাতে অবদান রাখে, তাদেরকে দেশের মান বসম্পদ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১২ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ১২ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৪

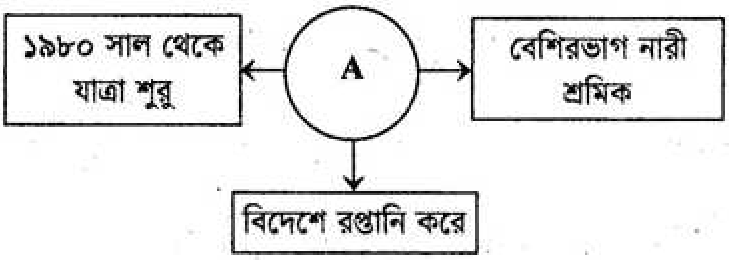

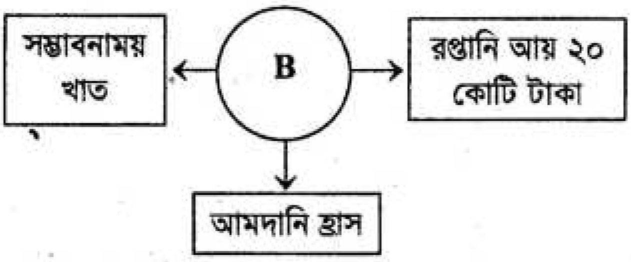

[নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি? ১
খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'A' শিল্পটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'A' ও 'B' শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হলো মাটি।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২৫

চিত্র-১

চিত্র-২

[বান্দরবান সরকার উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতির জীবনধারা কয়টি খাতে বিকশিত হচ্ছে? ১
খ. 'শিক্ষা মানুষর জন্মগত অধিকার'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এ কোন শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আমাদের দেশে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে চিত্র-২ এর খাতটির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি এবং বেসরকারি দুটি খাতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা বিকশিত হচ্ছে।

খ 'শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার'— উক্তিটি দ্বারা প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

একটি শিশু জন্মের পর পরিবার ও সমাজে বেড়ে ওঠে। পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব হলো তার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এটি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। কারণ শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ন্যায় তাই শিক্ষার অধিকারও প্রত্যেক মানুষের জন্মগত।

গ চিত্র-১ এ পোশাক শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অতুলনীয়। শিল্প খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে পোশাক শিল্প দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ শিল্পটির অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। চিত্র-১ এর মাধ্যমে পোশাক শিল্পের এ ধরনের ভূমিকাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চিত্র-১ এ একটি গার্মেন্টস বা পোশাক কারখানায় বেশ কিছু নারী ও পুরুষ শ্রমিককে কর্মরত দেখা যাচ্ছে। এসব শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে অতি অল্প সময়ে পোশাক শিল্প দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। গত শতকের আশির দশকে এ দেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এ দেশের পোশাক কারখানায় উৎপাদিত পোশাকের বিরাট বাজার রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে। ফলে পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত তৈরি পোশাক থেকে বাংলাদেশ ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। পোশাক শিল্পে এ দেশের প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে, যার একটি দৃশ্যপটই চিত্র-১ এ অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ চিত্র-২ এ কৃষি খাতকে নির্দেশ করা হয়েছে, খাতে আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

চিত্র-২ এ একজন কৃষককে মাঠে ধান কাটতে দেখা যাচ্ছে। এ দৃশ্যটি একদিকে কৃষির ওপর এ দেশের মানুষের নির্ভরতা, অন্যদিকে কৃষির অনুন্নত অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে এ খাতের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ কৃষক এখনও আধুনিক প্রযুক্তির আওতায় আসতে পারেনি। ফলে এ খাতে একদিকে শ্রমের অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে। তাই কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সাধারণত ধান, গমসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আধুনিক ধান মাড়াই যন্ত্র, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর, ট্রাক্টর তথা চাষাবাদ যন্ত্র, ট্রান্সপ্লান্টিং মেশিন,-কম্বাইন্ড হারভেস্টিং মেশিন প্রভৃতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। দেশের ২৫% কৃষক ফসল মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করলেও বীজ বপণের ক্ষেত্রে তথা জমি কর্ষণের জন্য এক শতাংশেরও কম কৃষক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফলে সময় এবং শ্রমের অপচয় হচ্ছে। আবার ফসল তোলার ক্ষেত্রে এখনও বাংলার কৃষকেরা নিজেদের কায়িক শ্রম ব্যবহার করছে। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কম্বাইন্ড হারভেস্টিং মেশিন ব্যবহার করে অতি দ্রুত এবং কম খরচে মাঠ থেকে ফসল গোলায় তোলা সম্ভব।

আমাদের কৃষকেরা ইতোমধ্যে ফসল মাড়াই, জমি চাষ, বীজ বপণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একধাপ এগিয়ে নিচ্ছে। তবে বাংলার সকল কৃষক যাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় আসতে পারে সেজন্য সরকারি-বেসরকারি মহল থেকে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ লাবণ্য তার বান্ধবীদের নিয়ে আশুগঞ্জে একটি শিল্প কারখানা দেখতে এসেছে। সে এ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার দেখতে পায়। একই সঙ্গে এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকারও কথা জানতে পারে।

[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

ক. আদমজী পাটকল কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লাবণ্যর দেখা শিল্পটির ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "লাবণ্যর অভিজ্ঞতায় কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে শিল্পায়নের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে'-এর যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আদমজি পাটকল ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি হলো পোশাক শিল্প।

দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে চল্লিশ লক্ষের অধিক শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ শিল্পায়ন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির অন্যতম প্রভাবক। আর এ বিষয়টিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

লাবণ্য সার শিল্পের একটি কারখানা পরিদর্শন করেছে। তার এই অভিজ্ঞতায় সে সার শিল্পের প্রসারের ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিল্পায়ন ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির যোগসূত্র সম্পর্কেই সে ধারণা পেয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে দেশের অর্থনীতিও অনেক উন্নত হবে। ফলে কৃষকদেরও আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে। কৃষির উন্নয়ন করতে হলে দরকার শিল্পায়ন। এক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে শিল্পায়ন বলতে কৃষিকাজ সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশকে বোঝানো হয়। সার শিল্পও কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো রাসায়নিক সার। সুতরাং এ সার শিল্পের যদি আরও বিকাশ ঘটানো যায় তাহলে বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। আর এভাবে কৃষকদেরও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। আলোচ্য উদ্দীপকে এ বিষয়টিরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ সাকিব খান সাইকেল চালিয়ে ২০ মিনিটে হাতির ঝিল দিয়ে মগবাজার থেকে গুলশানের স্কুলে পৌঁছে। হাতিরঝিল প্রকল্প হওয়ার ফলে এখন তার স্কুলে যেতে আগের তুলনায় অনেক কম সময় লাগছে। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে জীব-বৈচিত্র্যের যে ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়েও সে ভাবছে। *[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

ক. বাংলাদেশে প্রথম কাগজ কল কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. মৎস্য সম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের সম্পর্ক কী? বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রকল্প জীব-বৈচিত্র্যে কীভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ঢাকা শহরের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় করণীয় পদক্ষেপসমূহ কী কী? আলোচনা করো। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রথম কাগজ কল চন্দ্রঘোনায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিলে প্রচুর মিঠা পানির মাছ রয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে সামুদ্রিক মাছ। এসব মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণের সাথে এদেশের বহু লোক জড়িত। এভাবে মৎস্য সম্পদ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত হাতিরঝিল প্রকল্প জলচর প্রাণী ও মাছের বংশ বিস্তারে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশে এক সময় নিচু জলাভূমিতে প্রচুর জলচর প্রাণী ছিল। দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জলাভূমি ভরাট করে ঘরবাড়ি-রাস্তাঘাট ও শহর নির্মিত হচ্ছে। এতে পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জলচর প্রাণী ও মাছের বংশবিস্তারে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে যা জীব-বৈচিত্র্যের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হাতিরঝিল প্রকল্পটি ঢাকা শহরের একটি জলাশয় ভরাট করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে পানি প্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় এখানকার জলচর প্রাণী ও মাছের বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত হাতিরঝিল প্রকল্পটি জীব-বৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ঘ ঢাকা শহরের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঢাকা শহরে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যধিক। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান রাস্তাঘাট, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য জলাশয়গুলো ভরাট করে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে জীব-বৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

উদ্দীপকেও ঢাকার হাতিরঝিল প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে যা ""জলাশয় ভরাট" করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতেও জীব-বৈচিত্র্যের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। ফলে শহরের জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে রয়েছে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন- শহরের জনসংখ্যা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। জলাশয় ভরাট করে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করা যাবে না। প্রয়োজনীয় জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্য ও খনিজ সম্পদ ব্যবহারে নিয়ম মেনে চলতে হবে। প্রয়োজনীয় বন সৃষ্টি করতে হবে। জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।

এ কার্যক্রমগুলো ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ আসমানী গ্রাম থেকে এসে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ নেয়। যেটি আশির দশকে অগ্রযাত্রা শুরু করে এবং অল্প সময়েই বৃহত্তম রপ্তানি মুখী শিল্পে পরিণত হয়। *[নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]*

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত কী? ১

খ. জীববৈচিত্র্য কী বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত শিল্পই কি একমাত্র শিল্প? তোমার মতামতে যুক্তি দেখাও। ৪

https://teachingbd24.com

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিল্পখাত।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে পোশাক শিল্পের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় গত শতকের আশির দশকে, যা সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি পোশাক শিল্প ইউনিট আছে এবং এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে, যার অধিকাংশ নারী। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। অতি অল্প সময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তা স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে এবং এর অধিকাংশ শ্রমিকই নারী।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পোশাক শিল্পই একমাত্র শিল্প না। আরো অনেক শিল্প রয়েছে যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে পোশাক শিল্পই একমাত্র শিল্প নয়, আরো অনেক শিল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে রয়েছে পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, ওষুধ শিল্প, চামড়া শিল্প, চা শিল্প প্রভৃতি। উপরোক্ত শিল্পখাতগুলোও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার সংস্থান করে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। শুধু পোশাক শিল্পে নয়, অন্যান্য শিল্পখাতগুলোর সংস্পর্শে মানুষ একদিকে যেমন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করছে, অন্যদিকে সামাজিকভাবেও তারা নতুন আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটছে।

উপরেরর আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শুধুমাত্র পোশাক শিল্প না, বরং পাশাপাশি পাট, বস্ত্র, চিনি, সার, সিমেন্ট, চামড়া, চা প্রভৃতি শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রতন তার বন্ধুদের নিয়ে ঘোড়াশালে একটি শিল্প কারখানা দেখতে এসেছে। সে এ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার দেখতে পায়। একই সঙ্গে এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা জানতে পারে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]

ক. কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়? ১
খ. বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি বর্ণনা করো। ২
গ. রতনের দেখা শিল্পটির পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রতনের অভিজ্ঞতার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে শিল্পায়নের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। এর যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নারায়ণগঞ্জে আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়।

খ বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি হলো পোশাক শিল্প। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে চল্লিশ লক্ষের অধিক শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

গ উদ্দীপকে রতনের দেখা শিল্পটি হলো সার শিল্প।

বাংলাদেশে সার শিল্পের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস। উদ্দীপকেও প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক শিল্পের কথা বলা হয়েছে। আবার সার শিল্প কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ বিষয়টিও রতনের দেখা শিল্পটির সাথে মিলে যায়।
বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ বলেই খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসায়নিক সার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে এখন ৬টি ইউরিয়া ও একটি টিএসপি সার কারখানা চালু আছে। বাংলাদেশে ব্যাপক পরিমাণে সারের চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদার তুলনায় দেশে যে কয়টি কারখানা আছে সেগুলোর উৎপাদন যথেষ্ট নয়। এ কারণে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর সার আমদানি করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশে ১০৪৭.২১ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদিত হয়েছে।

ঘ শিল্পায়ন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির অন্যতম প্রভাবক। আর এ বিষয়টিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।
রতন সার শিল্পের একটি কারখানা পরিদর্শন করেছে। তার এই অভিজ্ঞতায় সে সার শিল্পের প্রসারের ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিল্পায়ন ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির যোগসূত্র সম্পর্কেই সে ধারণা পেয়েছে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে দেশের অর্থনীতিও অনেক উন্নত হবে। ফলে কৃষকদেরও আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে। কৃষির উন্নয়ন করতে হলে দরকার শিল্পায়ন। এক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে শিল্পায়ন বলতে কৃষিকাজ সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশকে বোঝানো হয়। সার শিল্পও কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো রাসায়নিক সার। সুতরাং এ সার শিল্পের যদি আরও বিকাশ ঘটানো যায় তাহলে বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। আর এভাবে কৃষকদেরও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। আলোচ্য উদ্দীপকে এ বিষয়টিরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০

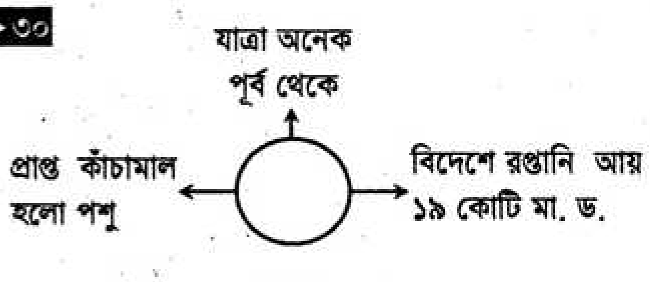

ছক-১

ছক-২

[কুমিল্লা জিলা স্কুল]

Teachingbd24.com
https://teachingbd24.com

ক. মানব সম্পদ কী? ১

খ. কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তৈরির প্রয়োজন কেন? ২

গ. ছক-১ এর শিল্পটির ধরন ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারীর ক্ষমতায় ও দেশের অগ্রগতিতে ছক-১ ও ছক-২ এর কোন শিল্পটি অধিকতর কার্যকর বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মানব সম্পদ হচ্ছে শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষ।

খ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আরও এগিয়ে নিতে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হলেও মাটি খুবই উর্বর। এই উর্বর মাটি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে কাজের সন্ধানে গ্রামের মানুষ শহরের দিকে ছুটবে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উন্নত গ্রামীণ জীবন তৈরি করতে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।

গ ছক-১ এ চামড়াশিল্পের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রচুর সংখ্যক গরু, ছাগল ও মহিষ পালন করা হয়ে থাকে। বহু আগে থেকেই এখানে চামড়া বা টেনারি শিল্প গড়ে উঠেছে। জুতা ও ব্যাগ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে চামড়া অনন্য উপাদান। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত এসব পণ্য রপ্তানিও করা হয়ে থাকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জুতা রপ্তানি করে ১৯ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদন ছিল ১০.১৪ মিলিয়ন বর্গমিটার। সম্প্রতি বাংলাদেশে গরু ও ছাগলের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্দীপকের ছক-১ এর সংকেতগুলো থেকে বোঝা যায়, চামড়া শিল্প বাংলাদেশে অনেক পুরাতন শিল্প এবং যা বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে। উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় চামড়াশিল্প বর্তমানে এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এ শিল্প আরও বিকাশ লাভ করতে পারে।

ঘ আমি মনে করি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশের অগ্রগতিতে চামড়া শিল্পের তুলনায় পোশাক শিল্পটি অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। আশির দশকে অগ্রযাত্রা শুরু হওয়া শিল্পটি রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এখানে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত। যার বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। এখান থেকে উৎপাদিত পণ্য আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমেও বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে।

উদ্দীপকের ছক-১ এ চামড়া শিল্প এবং ছক-২ এ পোশাক শিল্পের কথা বলা হয়েছে। পোশাক শিল্পে কর্মরত কর্মীদের একটা বড় অংশ নারী হওয়ায়, নারীরা সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায় এবং এখান থেকে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে।

সুতরাং, বলা যায়, ছক-১ এর চামড়া শিল্প ও ছক-২ এর পোশাক শিল্পের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশের অগ্রগতিতে পোশাক শিল্পই অধিকতর কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জনাব ইমরান তার সহকর্মী কামরানের সাথে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছে। জনাব ইমরান বললেন, বাংলাদেশ শিল্পে উন্নত নয় তবে, উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় একটি শিল্পের কথা বললেন, জনাব ইমরান। অপরদিকে কামরান বললেন একটি শিল্পের কথা যা শিল্প উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। *[দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]*

ক. বাংলাদেশের প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা কোথায়? ১

খ. "সাদা সোনা" কাকে, কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ইমরানের উল্লিখিত শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কামরান উল্লেখকৃত শিল্প কর্মসংস্থানে কতটুকু ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে? মতামত দাও। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাথমিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ চিংড়িকে 'সাদাসোনা' বলা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি মাছের গুরুত্ব অনেক। যে সকল খাত থেকে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার মধ্যে চিংড়ি অন্যতম। তাই, চিংড়িকে বাংলাদেশের 'সাদা সোনা' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব ইমরান ওষুধ শিল্পের কথা বলেছেন।

বাংলাদেশ পূর্বে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ 'আমদানি করতো। এতে করে দেশের অর্থ সহজেই বাহিরে চলে যেত। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি, গবেষণায় উন্নতির ফলে অনেক শিল্প এখন দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে ঔষধ শিল্প অন্যতম। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ওষুধ কোম্পানি হয়েছে। তাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটিয়ে ওষুধ রপ্তানিও হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ২০ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্পে উন্নত নয় কিন্তু উন্নয়নশীল। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ তার শিল্প খাতকে গুরুত্ব দেয়ায় বর্তমানে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্প খাতের বড় ভূমিকা পালন করছে। যে সকল শিল্প বেশি সম্ভাবনাময় তারমধ্যে ওষুধ শিল্প অন্যতম। জনাব ইমরানও এই সম্ভাবনাময় শিল্পের কথা বলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে কামরান পোশাক শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের GDP-তে যে সকল খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে পোশাক শিল্প অন্যতম। বাংলাদেশ শিল্পোন্নত দেশ না হওয়া সত্ত্বেও শিল্পখাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার মধ্যে বাংলাদেশি পোশাক খুব কম সময়ে রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। যার ফলে বিদেশী বাজারে বাংলাদেশ শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে। ফলে অপার সম্ভাবনার দাঁড় উন্মুক্ত হয়েছে। পোশাকের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দেশে পোশাক শিল্প কারখানা তৈরি হচ্ছে। যার ফলে, অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি পোশাক শিল্প ইউনিট আছে যেখানে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। ফলে, বিনিয়োগকারীরা এই খাতে সম্ভাবনা দেখছেন এবং বিনিয়োগ করছে। ফলে, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।

উদ্দীপকের কামরান সামগ্রিকভাবে বিচার করে পোশাক খাতে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন। এ খাত থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ আবিদ বাংলাদেশ বেতারে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের উপর একটি প্রতিবেদন শুনছিল। প্রতিবেদনটি থেকে সে জানতে পারে এক সময় বাংলাদেশের প্রচুর জলচর প্রাণী ও মাছ ছিল। কিন্তু মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডের ফলে এসব জলচর প্রাণী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের ওপর। *[কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল]*

ক. বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি? ১

খ. বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানীমুখী শিল্পটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত জীবন-বৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা থেকে উত্তরণের করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হলো মাটি।

খ বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি হলো পোশাক শিল্প।

দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে ৪০ লক্ষের অধিক শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক থেকে ৮০৯০ মার্কিন ডলার আয় করেছে।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত জীববৈচিত্র্য হ্রাসের জন্য মানুষের অসচেতনতা ও অবিবেচনা প্রসূত কর্মকাণ্ডকেই দায়ী করা যায়।

বর্তমানে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। আর পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পেছনে মানুষের নানা কর্মকাণ্ড প্রধান নিয়ামক হিসেবে ক্রিয়াশীল। তাই বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য হ্রাসে মানুষের দায়ই বেশি।

বাংলাদেশ এক সময় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলায় প্রাণিকুলের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের বংশবিস্তারেও নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার শিল্প-কারখানা ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ু দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারও পরিবেশের ক্ষতি করছে। এসব কারণে উদ্দীপকে উল্লিখিত জলচর প্রাণী ও মাছের মতো প্রাণিকুলের অন্যান্য সদস্যও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আর এ সব কিছুর মূলেই রয়েছে মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাব ও পরিবেশ বিনষ্টকারী নানা কর্মকাণ্ড।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা থেকে উত্তরণে মানুষের সচেতনতাই মুখ্য।

মানবসৃষ্ট নানা কারণেই বর্তমান জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তাই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মানুষকে সচেতন হতে হবে। পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কর্মকাণ্ড পরিহার করে পরিবেশ রক্ষার নানান উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যার নানা প্রয়োজন মেটাতেই বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে এবং নানা শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে। আবার বৃক্ষনিধনের পরিবর্তে বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যাবে না। এর পাশাপাশি যথাসম্ভব কীটনাশক ব্যবহার পরিহার করতে হবে। অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক পরিবেশকে গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বোপরি জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।

উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য হ্রাস অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ তারিক কিছুদিন আগে টিভিতে জীববৈচিত্র্যের উপর একটি প্রতিবেদন দেখছিল। প্রতিবেদনটি থেকে সে জানতে পারে একসময় বাংলাদেশে প্রচুর জলচর প্রাণী ও মাছ ছিল। কিন্তু কিছু মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে এসব জলচর প্রাণী ও মাছের বংশবিস্তার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের উপর।

[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১

খ. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুই হলো প্রাকৃতিক সম্পদ।

খ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে গাছপালা, বনের পাখি ও প্রাণিসম্পদ। গাছপালা বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ ও শীতল রাখতে সাহায্য করে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, ভূমির ক্ষয়রোধ ও বন্যা প্রতিরোধেও গাছপালা সহায়তা করে। গাছপালা বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে, নদীর ভাঙন থেকে ভূভাগকে রক্ষা করে। বনের পাখি ও প্রাণিসম্পদ বাস্তুসংস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এভাবে বনভূমি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com